দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 13 2006 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৮

ইবির ৮ ভিসিকে নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে যেতে হয়

॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) সংবাদদাতা ॥

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৫ সাল থেকে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়ার পর ২০ বছরের ইতিহাসে দায়িত্ব পালনকারী ৮ জন ভিসির কেউই নির্ধারিত চার বছরের মেয়াদ পূরণ করতে পারেননি। প্রায় সকলেই ২ বছর থেকে আড়াই বছরের মাথায় অপসারিত হয়েছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক এবং পরে ৪ বছরের জন্য প্রথম ভিসি হিসেবে নিযুক্ত হন প্রফেসর ড. মমতাজউদ্দিন চৌধুরী।

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর নিয়ে তৎকালীন সরকারের সঙ্গে মতবিরোধের জের ধরে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ১ বছর বাকি থাকতেই তিনি অপসারিত হন।

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরেই দ্বিতীয় ভিসি হিসেবে ৪ বছর মেয়াদে নিযুক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম। মাত্র আড়াই বছরের মাথায় তাকেও ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হয়। ১৯৯১ সালের জুন মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আব্দুল হামিদ ৩য় ভিসি হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার তিন মাস বাকি থাকতেই তাকেও অপসারিত করা হয়। করুণ বিদায় নিতে হয় ৪র্থ ভিসি প্রফেসর ড. ইনাম উল হককে। আন্দোলনকারীদের তাণ্ডবের মুখে তিনি চলে যেতে বাধ্য হন।

৫ম ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ কায়েসউদ্দিন। তার বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম, দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও আঞ্চলিককরণের অভিযোগে তীব্র আন্দোলন শুরু হলে ২০০১ সালের অক্টোবরে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ১ বছর আগেই পদত্যাগ করে চলে যান।

সবচেয়ে কম সময়ের জন্য ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত ৬ষ্ঠ ভিসি প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি পন্থি শিক্ষকদের চাপের মুখে এক বছরের মাথায় ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান।

এরপর ২০০১ সালের ডিসেম্বরে ৭ম ভিসি হিসেবে নিযুক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান। তার কার্যকালের ২ বছরের মাথায় আওয়ামী-বামপন্থী ও বিএনপি পন্থি শিক্ষকদের একাংশ এবং তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের লাগাতার আন্দোলনের মুখে মেয়াদ পূর্তির ২ বছর পূর্বেই তিনি অপসারিত হন।

২০০৪ সালের ৩ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এম রফিকুল ইসলাম ৮ম ভিসি হিসেবে ৪ বছরের মেয়াদে নিযুক্ত হন। তার অপসারণের দাবিতে এমন জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন গড়ে উঠে তাতে মনে করা দুষ্কর হয়ে পড়ে যে, এটা শিক্ষাঙ্গন না কলকারখানা। তার অপসারণের দাবি বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব, গাড়ী ভাংচুর, অগ্নিসংযোগে ১ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। এমতাবস্থায় নির্ধারিত সময়ের আগে তিনি পদত্যাগ করেন।

বর্তমানে ইবির ট্রেজারার প্রফেসর ড. এএস এম আনোয়ারুল করিম তার দায়িত্বের অতিরিক্ত ভিসির দায়িত্ব পালন করছেন।